সংবাদ

14 NOV 2012
তারিখ .....
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ .....

স্কুলে ভর্তি নীতিমালা জারি

এমপি কোটা বাদ

● ঢাকা ছাড়া সর্বত্র ফরমের দাম ১শ' টাকা নির্ধারণ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

চরম সমালোচনার মুখে বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংসদ সদস্যদের (এমপি) দুই শতাংশ কোটা দেয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে বিভিন্ন স্তরের মানুষের আপত্তি সত্ত্বেও বহাল রাখা হয়েছে শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের জন্য দুই শতাংশ ভর্তি কোটা। অথচ প্রবাসীদের সন্তানদের জন্য এক শতাংশ কোটা রাখার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হলেও চূড়ান্ত নীতিমালা থেকে তা বাদ দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়া এবার ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভর্তি ফরমের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সম্পূর্ণ এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জন্য ভর্তি ফরমের দাম ১৫০ টাকা। গত বছর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি ফরমের দাম ছিল ১০০ টাকা। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই তা অনুসরণ করেনি। তবে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা ছাড়া দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি ফরমের মূল্য গত বছরের মতো এবারও ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ঢাকার স্কুল প্রধানদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই এবার ঢাকা মহানগরী এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি ফরমের মূল্য কিছুটা বাড়ানো হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল নিজ মন্ত্রণালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে 'নিম্ন মাধ্যমিক/মাধ্যমিক, মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তিতে অনুসরণীয় নীতিমালা-২০১৩ জারির ঘোষণা দেন। পরে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের স্বাক্ষরিত নতুন নীতিমালা জারি হয়।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, গত বছরের নীতিমালায়ও এমপিদের কোটা ছিল না। এবারের নীতিমালায়ও তা নেই। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে এমপিদের কোটা না রেখেই ভর্তি নীতিমালা জারি করা হয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু প্রায় সাড়ে ৩০০ সংসদ সদস্য এর সঙ্গে জড়িত তাই এ বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রীর মতামত চেয়েছি। তিনি এমপি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

এমপি : কোটা বাদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলেছেন, এভাবে কোটা দেয়া ঠিক হবে না। তাই আমরাও এমপিদের জন্য আলাদা কোটা রাখা ঠিক হবে না বলে মনে করছি।

প্রসঙ্গত বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে গত রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভার পর শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, ভর্তির ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের জন্য দুই শতাংশ কোটা চালু করতে নীতিমালা সংশোধন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ খবর গণমাধ্যমে আসার পর দেশব্যাপী ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ এ উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেন। দুটি মানবাধিকার সংগঠন সোমবার ওই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করে। ওই আবেদনের শুনানি না করলেও হাইকোর্ট জানায়, সরকার কোটার বিষয়টি চূড়ান্ত করলে আদালত হস্তক্ষেপ করবে।

প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি লটারিতেই : শিক্ষামন্ত্রী জানান, বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তিতে আগের বছরের নীতিমালা পর্যালোচনা করে প্রতি বছরই নীতিমালা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর আলোকেই সারাদেশের বিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম হয়ে থাকে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে এন্ট্রি শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স শিক্ষাবর্ষের ১ জানুয়ারি থেকে ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। শিক্ষাবর্ষ হবে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে নীতিমালা অনুযায়ী ১ম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আবশ্যিকভাবে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। ভর্তি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে লটারির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

আরও বলা হয়েছে, লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর পাশাপাশি অপেক্ষমান তালিকা প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে নীতিমালায়। এতে বলা হয়, নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আর দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে। নবম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি হবে জেএসসির ফলের ভিত্তিতে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ৫০ নম্বরের এক ঘণ্টার ভর্তি পরীক্ষা হবে। চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের দুই ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা হবে। শূন্য আসনের সংখ্যা উল্লেখ করে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কথাও বলা হয়েছে নীতিমালায়।

ভর্তি ফি : সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি মফস্বল এলাকার জন্য সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা, পৌর (উপজেলা) এলাকায় এক হাজার, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় দুই হাজার এবং ঢাকা ছাড়া অন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় জন্য তিন হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আংশিক এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান আট হাজার টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনের প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থী ভর্তিতে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নিতে পারবে। তবে নীতিমালা অনুযায়ী উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠানই তিন হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না।

প্রসঙ্গত প্রতি বছরই রাজধানীর বিদ্যালয়গুলো উন্নয়ন খাতের কথা বলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ফি আদায় করে থাকে। তবে ভর্তি ফরম এবং ভর্তি ফি বাবদ সরকার নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত আদায় করলে এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে নীতিমালায় বলা হয়েছে।

কোটায় ভর্তি : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অধিদফতর ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের ভর্তির ক্ষেত্রে শুধু ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বেসরকারি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে দুই শতাংশ কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে আবেদন জমা দেয়ার আগে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক উইং থেকে এ বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে।

এ ছাড়া বিগত বছরের মতো এবারও মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের ভর্তির জন্য পাঁচ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। তবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে দুই শতাংশ কোটা সংরক্ষিত থাকবে। আর সহোদর-যমজ ভাই-বোন থাকলে আসন শূন্য সাপেক্ষে তাদের ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে এ সুবিধা কোন দম্পতির সর্বোচ্চ দুই সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী এবং পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের সন্তানদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে।

মনিটরিং কমিটি : ঢাকা মহানগরী এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রম তদারকির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসককে (ডিসি) আহ্বায়ক করে এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে ভর্তি কার্যক্রম তদারকি করতে পৃথক দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।